ভোরের কাগজ

তারিখ ...FEB. 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি

আহমেদ স্বপন মাহমুদ

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক উন্নয়ন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হয়েছে বৈজ্ঞানিক, বাস্তবনির্ভর ও প্রগতিশীল। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একটি জাতি হতে পারে সুশিক্ষিত। আর এর ফলেই সামগ্রিক মূল্যবোধের জাগরণসহ দেশ ক্রমাগত হতে পারে কল্যাণমুখী। এ কল্যাণ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয় বরং তা সমগ্র দেশের। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সর্বমানবীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা, সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম অত্যাবশ্যক। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা এখনো একটি সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম পাইনি। নেই কোনো বাস্তব নির্ভর শিক্ষাক্রম বা জাতীয় শিক্ষানীতি। আর এসবের অভাবের ফলেই আমাদের হাল আমলের শিক্ষাব্যবস্থার এমন দুরবস্থা। উপরন্তু, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, রাজনৈতিক দলাদলি ও সহিংসতা, পাঠদানে অনীহা ও অনিয়ম, অশিক্ষকসুলভ মনোভাব ও আচরণ, পরীক্ষায় অব্যাহত নকল,নকলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সহযোগিতা, পুলিশি ও প্রশাসনিক নীরবতা ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রমকে তথা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। উল্লেখ্য, সমাজের সচেতন অংশ শিক্ষাব্যবস্থার এমন করুণ পরিণতির বিষয়ে অবহিত এবং সকলেই বলেন, এভাবে চলতে পারে না। কিন্তু, সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। ফলে বিশ্ব যখন উত্তরোত্তর প্রাগ্রসর হচ্ছে উন্নয়নের দিকে, ঠিক একই সময়ে আমরা পড়ছি পিছিয়ে। আর এ কারণে আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে, সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রয়োজন বাস্তবনির্ভর শিক্ষাক্রম, সুষ্ঠু ও সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক জাতীয় শিক্ষানীতি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছেন যা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু, এখন পর্যন্ত আমরা একটি শিক্ষানীতি পাইনি। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য যা অত্যাবশ্যক। তবে যতো দূর জানা যায়, বর্তমান সরকারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এরজন্য গঠিত হয়েছে জাতীয় শিক্ষা কমিশন। কমিশনের পুরো রিপোর্ট কতোটুকু বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী তা উপস্থাপিত না হলে মন্তব্য করা আদৌ সঙ্গত নয়। কিন্তু জনগণের প্রত্যাশা এই যে, জাতীয় শিক্ষানীতি হবে অধিকতর বাস্তবমুখী, কর্মমুখী, আধুনিক ও প্রগতিশীল। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক বলেছেন যে, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রকৃত শিক্ষকের সঙ্কটই হবে প্রধান অন্তরায়। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক হক উল্লেখ করেন যে, শিক্ষকতার

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হক বলেছেন, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে প্রকৃত শিক্ষকের সঙ্কটই হবে প্রধান অন্তরায়। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক হক উল্লেখ করেন যে, শিক্ষকতার পেশায় জড়িত অধিকাংশ শিক্ষকই মানসিকভাবে শিক্ষক নন। সন্দেহ নেই, তাঁর উক্তির যথার্থতা রয়েছে।

পেশায় জড়িত অধিকাংশ শিক্ষকই মানসিকভাবে শিক্ষক নন। সন্দেহ নেই, তাঁর উক্তির যথার্থতা রয়েছে। কারণ, বিশেষ করে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধিকাংশ শিক্ষক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। উপরন্তু, সেসব শিক্ষক ব্যবসা, ঠিকাদারিসহ সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত।এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে, ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা পুরোপুরি পাঠদানে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে পাঠদান, পরীক্ষা সমস্ত কিছুই রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল। এসব কারণে বেসরকরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলাদলি, সহিংসতা ইত্যাদি বিরাজমান। আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রণিধানযোগ্য যে, এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পরিচালনা পরিষদ। এসব কমিটির সভাপতি বা সদস্যরাও সমাজের প্রভাবশালী এবং রাজনীতিসংশ্লিষ্ট। ফলে, তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম। কিন্তু দুঃখজনক যে, কমিটির সদস্যরা অনেক সময়ই শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত নন। এ বিষয়ে তাদের নেই কোনো প্রশিক্ষণ। এমনকি সরকারেরও প্রত্যক্ষ তদারকি নেই। ফলে, সামগ্রিকভাবে বিরাজ করে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিপন্থী অবস্থা। অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে। কমিটির সদিচ্ছার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, সরকার যদি এক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে 'মূল্যায়ন ব্যবস্থা' চালু করে তাহলে সুষ্ঠু কার্যক্রমের পথ প্রশস্ত হবে, সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেছেন যে, নতুন শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে অন্তরায় হবে প্রকৃত শিক্ষক-সঙ্কট। এক্ষেত্রে এ সমাধানের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। সঠিক ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষায় যে বিরাজমান বৈষম্য তা দূরীভূতকরণের সিদ্ধান্ত আমাদের ইতিবাচক ফল দিতে পারে। একই শিক্ষাক্রম ও শিক্ষানীতির অধীনে বৈষম্য বিরাজ করলে সুষ্ঠু শিক্ষা থেকে জাতি বঞ্চিত হবে তা স্বাভাবিক।এসব বৈষম্যকে দূর করে, সুষ্ঠু শিক্ষার স্বার্থে সরকারের উচিত বেসরকারি শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও চাকরি বদলিকরণ। এর ফলে, সরাসরি রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ও ব্যবসায়ী শিক্ষকরা বাধ্য হবে শিক্ষাদানে অধিকহারে নিয়োজিত হতে। তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে শিক্ষকসুলভ মনোভাব ও আচরণ।

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। তিন মাসব্যাপী কলেজ শিক্ষক প্রশিক্ষণের সময়সীমা কমিয়ে করা হয়েছে ৫৬ দিন। নিঃসন্দেহে এ সময় খুবই কম। তাছাড়া প্রশিক্ষণশেষে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহারেরও যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আদর্শ শ্রেণীকক্ষ হিসেবে পাঠদানকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষকের আনুপাতিক হার ৪০:১। কিন্তু বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে, শিক্ষকদের কর্মদক্ষ, কর্মক্ষম, পাঠদানের গুণগত মান বৃদ্ধির যে প্রস্তাব কমিশনের রয়েছে তা বাস্তবনির্ভর। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে অধ্যাপক হক অভিভাবক মহল, রাজনৈতিক দল, ছাত্র-শিক্ষকের সমন্বয়ের কথা বলেছেন যা অত্যন্ত বাস্তবমুখী। আর এসবের সমন্বয় হলেই নকল সরবরাহের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদেরও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি হবে। তবে, সবার আগে প্রয়োজন সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান দুর্নীতির অবসান অনেকাংশে সম্ভব। আর এর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন 'মনিটরিং সেল' গঠন। সর্বোপরি, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাজের সচেতন অংশের তথা জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনা।

আহমেদ স্বপন মাহমুদ : কলেজ শিক্ষক, কবি, প্রাবন্ধিক।